দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

125

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কেল প্রসঙ্গে

গত ৫ জুলাই ঝালকাঠী জেলার নেছারাবাদ ছালেহীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার "করণিক" এ, কে, এম, জিয়াউদ্দিন বাবলু দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার "চিঠিপত্র কলামে" বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কেল প্রসঙ্গে যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করিয়াছে আমি তারসঙ্গে একমত। স্কেল না বাংলাদেশের সকল সরকারী, আধাসরকারী, সায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতনের স্কেল পরিবর্তন করা হলেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বেতনের স্কেল নির্ধারণ করা হয়নি। কেরানী ও পিওনদের অন্যান্য অফিসের কেরানীদের মতই সারাদিন পেট চেপে ধরে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়। তাছাড়া সভা-সমিতিতে কোন কোন দিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত্রি হয়ে যায় তবুও চাকুরী বাচানোর তাগিদে থাকতে হয়। আমার মত একজন কর্মচারী যা বেতন পায় তা দিয়ে এ লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বাজার প্রতিযোগিতায় সংসার চালান খুবই কষ্টদায়ক হয়ে দাড়িয়েছে। সরকারী নির্দেশানুযায়ী একজন শ্রমজীবী মজুরের মজুরী ৩০ (ত্রিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী একযুগ ধরে লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভবিষ্যতের আশায় কর্মজীবনে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু তাদের বেতনের স্কেল পরিবর্তন না করায় ভবিষ্যৎ অন্ধকার থাকায় কি করে মাত্র দৈনিক ১৭ টাকা ও ১৫ টাকা বেতন পেয়ে বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী পরিজন নিয়ে সংসার চালাতে পারে?

তাই এ ব্যাপারে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বেতনের স্কেল নির্ধারণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তথা সরকার বাহাদুরের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—এ, কে, এম, এ ওয়াহেদ সরকার
করণিক
নূরজাহান আলীয়া মাদ্রাসা
পোঃ-রাজবাটী, জেলাঃ-দিনাজপুর